গাংনীতে অনৈতিক কর্মকান্ডের অভিযোগে দুজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অনৈতিক কর্মকান্ডের অভিযোগে জোসনা খাতুন
(৩০) নামের এক মহিলা সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার মধ্যে রাতে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের সিন্দুরকোটা গ্রাম থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। জোসনা খাতুন গাংনী পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের স্ত্রী ও সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া নিশ্চিন্তপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই আব্দুল আলিম জানান, সিন্দুরকোটা গ্রামের লালু মিয়ার ছেলে দাখিলের বাড়িতে জোসনা খাতুন ও ছাতিয়ান গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে জাহিরুল ইসলাম অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয়রা ঐ বাড়িতে অবস্থান নেয়।

স্থানীয়দের উপস্থিতি টের পেয়ে জাহিরুল ইসলাম পালিয়ে গেলেও জোসনা ও বাড়ি মালিক দাখিলকে আটক করে। পরে পুলিশকে খবর দিলে তাদের দুজনকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

তিনি আরো জানান, তৃপ্তি নামের এক মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গত ১০ আগষ্ট ছাতিয়ান গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে জাহিরুল ইসলামের নামে একটি মামলা দায়ের হয়। মামলা হওয়ার পর থেকে সে পলাতক ছিলো।

জোসনার স্বামী আবুল হোসেন বলেন, কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই আব্দুল আলিম তাকে মোবাইল ফোনে জানায় জোসনা খাতুন অনৈতিক কাজ করতে গিয়ে জনতার হাতে আটকের পর সে পুলিশ হেফাযতে রয়েছে। তিনি আরো জানান, মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় বাবার বাড়ি যাওয়ার নাম করে সে বাড়ি থেকে বের হয়।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, আটকৃত জোসনা খাতুন ও জাহিরুল ইসলাম কে তাদের পরিবারের জিম্মায় মুক্তি দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় দু’জনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা

মেহেরপুরের গাংনীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে দুজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। পুলিশ তাদেরকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রেরণ করেছে।

পুলিশ জানায় গাংনী উপজেলার করমদি বহাল পাড়া গ্রামের মিশকাত আলীর ছেলে কারিবুল ইসলাম (৩০) দীর্ঘদিন যাবৎ পীরতলা গ্রামের স্বামী পরিত্যাক্তা এক মহিলার কাছে যাওয়া আসা করত। তাদের দু’জনার অবাধ মেলামেশা স্থানীয়দের চোখে সন্দেহ হলে তাদের দুজনকে এই অবাধ মেলামেশা করতে নিষেধ করে।

স্থানীয়দের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা রবিবার সকালে কারিবুল পীরতলা গ্রামে ওই মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় গ্রামবাসীরা কারিবুল ও ওই মহিলাকে স্থানীয় পীরতলা পুলিশ ক্যাম্পে সোপর্দ করে।

পীরতলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ তাদের দুজনকে গাংনী থানাতে নিয়ে আসলে গাংনী থানায় তাদের দুজনের নামে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান যেহেতু তারা সামাজিক বিধি লংঘন করেছে এবং এলাকার মানুষ পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে সেহেতু তাদেরকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরাধে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।